PEACOCK GARMENTS AND PRINT

Madrasha road, Vangnahati, Sreepur, Gazipur.

EFFECTIVE DATE: 10.09.2016
REVISION NO: 01.1

পিকক গার্মেন্টস এন্ড প্রিন্ট	পলিসির নাম	ঃ সামাজিক দায়বদ্বতার নীতিমালা
	কার্যকর তারিখ	ঃ ১৩/৮/২০১৭
	নবায়নের তারিখ ঃ	
এই পলিসি কার্যকর করার দায়িত্বশীল ব্যক্তি	ব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ, কমপ্লায়েন্স ও প্রশাসন) এবং সংশ্লিষ্ঠ সকলে।	

সামাজিক দায়বদ্বতার নীতিমালা

(Policy on Social Responsibility)

কর্তৃপক্ষের অঙ্গিকার (**Authority Commitment) ঃ**

পিকক গার্মেন্টস এন্ড প্রিন্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তার কল্যাণ এবং একই সাথে গ্রুপের বিভিন্ন কারখানা সংলগ্ন অঞ্চল সমুহের পরিবেশসহ অন্যান্য সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে নীতিগত দায়বদ্বতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

সুত্র (**Reference)ঃ**

কর্তৃপক্ষ নিজ উদ্যেগে অত্র অঞ্চলের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষে একটি দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসূচী গ্রহন করেন। এর ধারাবাহিকতায় যেসব সমস্যা সমাধানে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করবেন তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল - স্কুল, কলেজ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা, এতিমখানা, বনায়ন, টুর্নামেন্ট, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

উদ্দেশ্য (Objectives)ঃ

সংকটময় পরিস্থিতি ও জরুরী প্রয়োজনে কারখানা সংলগ্ন অঞ্চল সমূহের বিভিন্ন সমস্যা যেমন- স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মন্দির, মাদ্রাসা, প্যাগোডাসহ সামাজিক উন্নয়ন এবং কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ (বন্যা, জলোচ্ছাস, ঘূর্নিঝড়, ভূমিকম্প) সৃষ্টি হলে তার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনে আন্তরিক সহযোগিতা ও তা বাস্তবায়ন করা এবং শৃমিকদেরকে এই কল্যানে নিয়োজিত করাই কর্তৃপক্ষের মূখ্য উদ্দেশ্য।

লক্ষ্য (Target)ঃ

কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য স্থির করেন যে, আগামী ২০২০ সালের মধ্যে উপরে উল্লেখিত সমস্যাগুলি সমাধানে কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করেন। এই কর্মসূচীর আওতায় ২০১৬ইং সালে- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ লামসাম এমাউন্ট প্রদান করেন।

- এতিমখানায় প্রতি মাসে আর্থিক অনুদান প্রদান করেন।
- অত্র অঞ্চলে সামাজিকভাবে আয়োজিত বিভিন্ন টুর্নামেন্ট এ আর্থিক অনুদান প্রদান করেন।

এছাড়া অন্যান্য সমস্যাগুলি ক্রমান্বয়ে আগামী ২০২০ সালের মাধ্যে সম্পাদন করবেন বলে প্রত্যাশা জ্ঞাপন করেন।

আগামী ২০১৭ সালের মধ্যে কারখানার পাশ্ববর্তী নতুন মসজিদ স্থাপনে আর্থিক অনুদান এবং প্রত্যেক মাসে মসজিদ ইমামের মাসিক বেতন প্রদান করা।

আগামী ২০১৮ সালের মধ্যে অত্র অঞ্চলে বিনোদন মূলক কর্মসূচীর আওতায় ক্রিকেট ও ব্যাডমিন্টন খেলার আয়োজন করা।

আগামী ২০১৯ সালের মধ্যে অত্র অঞ্চলে পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর আয়োজন করা।

আগামী ২০২০ সালে নিরপক্ষতা দূরীকরণের লক্ষে শিক্ষামূলক কর্মসূচীর আয়োজন করা।

সামাজিক দায়বদ্বতার তাগিদে অত্র প্রতিষ্ঠানের নিন্মোক্ত বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

পরিবেশগত দায়বদ্বতাঃ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠান সমুহের কারখানার অভ্যন্তরে এবং কারখানা সংলগ্ন এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন প্রবণতা থেকে সম্পূর্ন বিরত থাকবে। কারখানার ধোঁয়া, বজ্য পদার্থ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বদা পরিবেশ বান্ধব পদক্ষেপ সমুহ যথাযথভাবে গৃহীত হবে।

শিক্ষামূলক দায়বদ্বতাঃ কর্তৃপক্ষ কারখানা সংলগ্ন এলাকা সমুহের শিক্ষামূলক বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করবে। যেমন-স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা, এতিমখানা প্রতিষ্ঠাকালীন অথবা তৎপরবর্তীতে কোন আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন হলে এক্ষেত্রে অত্র কোম্পানী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করার আশ্বাস প্রদান করে।

সামাজিক অনুদানঃ কর্তৃপক্ষ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন এলাকা সমুহের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও ধর্মীয় উন্নয়ন সর্ম্পকিত কর্মকান্ডে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের অনুদানের মাধ্যমে অংশগ্রহন করবে।

দুর্যোগকালীন সাহায্য সহযোগিতার দায়বদ্বতাঃ অত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান সমুহের কর্তৃপক্ষ সর্বদাই স্ব-স্ব কারখানা সংলগ্ন এলাকার যে কোন দূর্যোগকালে বিপন্ন জনগোষ্ঠীর পাশে দাড়াবে এবং সম্ভব সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের জন্য সচেষ্ট থাকবে।

সংখালগু সহযোগিতার দায়বদ্বতাঃ কর্তৃপক্ষ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন এলাকা সমুহের সংখ্যালগু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে কোন ধরনের জাত, ধর্ম, বর্ণ, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোন ভেদাভেদ লক্ষ্য করে না। এক্ষেত্রে কোন সহযোগিতার প্রয়োজন হলে কর্তৃপক্ষ সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করে।

স্বেচ্ছাসেবকঃ কর্তৃপক্ষ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন এলাকা সমুহের কর্মকালীন যেকোন দূর্যোগকালীন সময়ে কমস্বেচ্ছাসেবক হিসাবে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করা এবং সামাজিক কোন কর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করে। উল্লেখ্য এই ধরনের স্বেচ্ছাকর্মের জন্য মজুরী থেকে কোন ধরনের কর্তন গ্রহন যোগ্য হবেনা।

অক্ষম লোকদের প্রতি সামাজিক দায়বদ্বতাঃ কর্তৃপক্ষ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন এলাকা সমুহের মধ্যে যদি কোন ধরনের অক্ষম লোক থাকে তাহলে তাদেরকে চাকুরীর সুযোগ প্রদান করে অথবা যারা একেবারে অক্ষম তাদেরকে বছরান্তে একটি নিদিষ্ট পরিমান আর্থিক সহযোগিতা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ব।

যোগাযোগের রুটিন (Communication Routine)ঃ

- মানবসম্পদ ও কমপ্লায়েন্স বিভাগ সাধারন সচেতনতামূলক কর্মসূচী আয়োজনের মাধ্যমে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করেন।
- মানবসম্পদ ও কপ্লায়েন্স অথবা এক্সিকিউটিভ (কমপ্লায়েন্স এইচ.আর) সকল বিভাগীয় প্রধান, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং অত্র কারখানায় কর্মরত সকল শ্রমিক ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের সাথে মত বিনিময়/ আলোচনা সভা এবং প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সকলকে অবহিত করা হয়।
- মানবসম্পদ ও কমপ্লায়েন্স নীতিমালা বিষয়ক কোন প্রকার পরিবর্তন, সংশোধন, বিয়োজন ইত্যাদিও পরিবর্তন করা হলে জরুরী আলোচনার মাধ্যমে সকলকে অবহিত করবেন এবং তার রেকর্ড সংরক্ষন করবেন ।

Communication & Implementation System

(যোগাযোগ ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি)ঃ

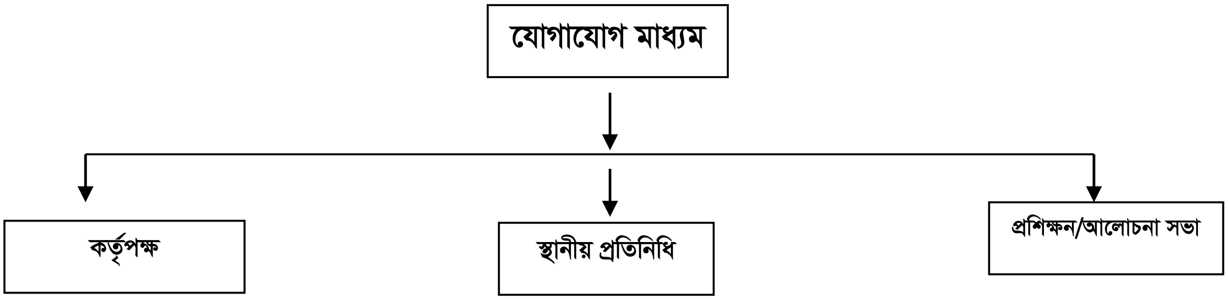

Feedback & Controlling routine:

- মানব সম্পদ বিভাগ এবং স্থানীয় প্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ পরিদর্শন এবং সামাজিক আলোচনার মাধ্যমে সকল রেকর্ড পত্রাদি সংগ্রহ করা হয় আর এর জন্য উক্ত নীতিমালার আলোকে একটি চেকলিস্ট। (রেফারেন্স ঃ সার্ভে ফরম)।
- উক্ত নীতিমালার প্রত্যক্ষ পরিদর্শন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতি ০৬ মাস অন্তর অন্তর পরিদর্শন করা হয় এবং পরিদর্শন পরবর্তী পাওয়া সকল সমস্যা সংশ্লিষ্ট দায়িত্ববান ব্যক্তিবর্গকে লিখিতভাবে অবহিত করে যত দ্রুত সম্ভব সমাধান করতে করা হয়।
- মানব সম্পদ বিভাগ এবং স্থানীয় প্রতিনিধিগন পরবর্তী দুই মাস পর Follow Up অডিটে সেগুলো বাস্তবায়ন বা সমাধান হয়েছে কিনা তা চেক করেন।

ফলাবর্তন এবং নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি (Feedback & controlling System)

- নীতিমালার সকল পদ্ধতি, প্রশিক্ষন, সচেতনতা, কার্যকারিতা, যোগাযোগ এবং বাস্তবায়ন কতটুকু ফলপ্রসূ হয়েছে তার কোন বিরূপ প্রভাব বিরাজ করেছে কিনা এবং সকল কার্যক্রমের যাবতীয় সঠিক রেকর্ডপত্রাদি সঠিকভাবে সংরক্ষিত আছে কিনা তা যাচাই ও পর্যবেক্ষনই হল ফলাবর্তন এবং নিয়ন্ত্রন (Feedback & control System) পদ্ধতি।
- অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রচলিত নীতিমালা ও সকল কার্যক্রমের Feedback System evaluation করা হয়।
- নীতিমালার আলোকে উপরে উল্লেখিত বিষয়াদি সুষ্ঠ সুন্দরভাবে অবশ্যই সম্পাদন এবং নিয়ত্রন করা হয়।

সামাজিক দায়বদ্ধাতর নীতিমালা বাস্তবায়ন ও সকল ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ধারা অনুসরন পূর্বক তার সঠিক প্রয়োগ এবং বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সকলের কার্যকরী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে শতভাগ সুষ্ঠ কর্মপরিবেশ রেখে কাজ করতে কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সহায়ক।

প্রস্তুতকারী	সুপারিশকারী	অনুমোদনকারী
এইচআর, এডমিন এন্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগ	জিএম ফাইন্যান্স	পরিচালক